বাংলাদেশে
তৈরি পোশাক কারখানাগুলোতে সংস্কার

২০১৩ সালের এপ্রিলে রানা প্লাজা ধ্বসের পর বাংলাদেশের তৈরি পোশাক কারখানাগুলোর কাঠামোগত, বৈদ্যুতিক এবং অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরিদর্শন অবিলম্বে অগ্রাধিকার পায়। ২০১৫ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে ৩৭৮০টি রপ্তানিমুখী গার্মেন্টস কারখানা পরিদর্শন করা হয়। একর্ড অন ফায়ার এ্যান্ড বিল্ডিং সেফটি ইন বাংলাদেশ (একর্ড) এবং অ্যালায়েন্স ফর বাংলাদেশ ওয়ার্কার সেফটি (অ্যালায়েন্স) নামক দুটি ক্রেতা জোট তাদের সদস্য কারখানাগুলো পরিদর্শন করে। অবশিষ্ট কারখানাগুলোর মূল্যায়ন করা হয় বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় উদ্যোগের মাধ্যমে যার সহযোগিতায় ছিল আইএলও'র পোশাক শিল্পে কর্মপরিবেশ উন্নয়ন কর্মসূচি এবং অর্থায়ন করেছে কানাডা, নেদারল্যান্ডস এবং যুক্তরাজ্য সরকার।

পরিদর্শন কার্যক্রম সমাপ্ত হওয়ার পর গুরুত্ব আরোপ করা হয় সংস্কারকাজের উপর। একর্ড এবং অ্যালায়েন্স তাদের ক্রেতাদের সরবরাহকারী কারখানাগুলোকে নিয়ে কাজ শুরু করে। জাতীয় উদ্যোগের অধীনে কারখানাগুলোর সংস্কারকাজ তদারকি করতে ২০১৭ সালের মে মাসে বাংলাদেশ সরকার একটি সংস্কারকাজ সমন্বয় কেন্দ্র (আরসিসি) প্রতিষ্ঠা করে যেটি পূর্ণ সক্ষমতা অর্জনের পর একর্ড এবং অ্যালায়েন্স কারখানাগুলোর কর্মনিরাপত্তারও তদারকি করবে। আরসিসি ক্রমান্বয়ে একটি শিল্প নিরাপত্তা ইউনিট হিসেবে বিকশিত হবে।

সংস্কার প্রক্রিয়ায় প্রধান অংশীদারদের ভূমিকা

কারখানা মালিক

সংস্কার প্রক্রিয়ায় কারখানা মালিকরা মুখ্য ভূমিকা পালন করবেন। কারখানা মালিকদের দায়িত্ব হলো সংস্কারকাজের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহন এবং প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থাগুলোর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা।

মালিক সংগঠন

বাংলাদেশ তৈরি পোশাক প্রস্তুত ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ) এবং বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিকেএমইএ) প্রয়োজনীয় সংস্কারকাজ পরিচালনা করতে কারখানা মালিকদের উৎসাহ প্রদান করবে এবং সেই সাথে কোন কারখানা প্রয়োজনীয় সংস্কারকাজ না করলে সেটির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহনের মাধ্যমে সংস্কার প্রক্রিয়াকে সমর্থন যোগাবে।

বাংলাদেশ সরকার

নিয়ন্ত্রক সংস্থাসমূহের মাঝে এবং কারখানাগুলোর নেওয়া বিভিন্ন সংস্কারকাজ উদ্যোগের মধ্যে সমন্বয় নিশ্চিত করবে বাংলাদেশ সরকার। ভবনের নিরাপত্তা এবং পেশাগত সেফটি ও স্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে সরকার তার আইনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করবে। এছাড়াও সরকার সংস্কারকাজ প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা এবং সংস্কারকাজ সংক্রান্ত তথ্যের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করবে।

শ্রমিক সংগঠন

শ্রমিক সংগঠনগুলো কারখানার সংস্কারকাজ প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণে সহায়তা করবে এবং শ্রমিকদের সংস্কারকাজ সংক্রান্ত উদ্বেগ জানানোর মাধ্যম হিসেবে কাজ করবে।

সংস্কারকাজের সুবিধা

কারখানা মালিকরা সংস্কারকাজকে দেখতে পারেন একটি বিনিয়োগ হিসেবে যার মাধ্যমে নিশ্চিত হবে তাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা এবং ক্রেতাদের আস্থা। এছাড়াও সংস্কারকাজ হলে কর্মীরা তাদের কর্মক্ষেত্রে নিরাপদ বোধ করবে এবং একটি সৌহার্দপূর্ণ কর্মপরিবেশ তৈরি হবে।

সংস্কারকাজ বাংলাদেশ সরকারের জন্য ইতিবাচক কারণ এটি এদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের ভাবমূর্তি বৃদ্ধি করবে এবং অধিক ক্রয় আদেশ ও বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করবে।

সংস্কারকাজের আইনগত ভিত্তি

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ (২০১৩ সালে সংশোধিত) এর ৬১ (২) ধারা অনুযায়ী যদি কোন শ্রম পরিদর্শকের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, কোন প্রতিষ্ঠান ভবন বা সেটির কোন অংশ বা সেটির কোন পথ, যন্ত্রপাতি অথবা প্ল্যান্ট/উৎপাদনের জায়গা (অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক স্থাপনাসহ) এর ব্যবহার মানবজীবন অথবা নিরাপত্তার জন্য আশু বিপজ্জনক, সেক্ষেত্রে তিনি প্রতিষ্ঠানের মালিক বরাবর লিখিত আদেশ জারীর মাধ্যমে উক্ত ত্রুটির যথাযথ মেরামত বা সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত সেটির ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে পারবেন।

সেই সাথে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ) মহাপরিদর্শকের নেতৃত্বে সরকার নিযুক্ত একটি রিভিউ প্যানেল প্রকৌশলীদের মতামত নিয়ে নিরাপত্তাজনিত কারণে কারখানার কার্যক্রম বন্ধের নির্দেশ দিতে পারবে।

সংস্কারকাজের কৌশলপত্র

তৈরি পোশাক খাতে সংস্কারকাজ কৌশলের রুপরেখা দেওয়া আছে বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় ত্রিপক্ষীয় কর্মপরিকল্পনা (এনটিপিএ, জুলাই ২০১৩) এবং তৈরি পোশাক খাতের জন্য সাসটেইনিবিলিটি কম্প্যাক্টএ (জুলাই ২০১৩)। এই কৌশলের উদ্দেশ্য হল বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পে নিরাপদ এবং শোভন কর্ম পরিবেশ নিশ্চিত করা। এছাড়াও এই পদক্ষেপটি ব্যবসা-বানিজ্য আরো প্রতিযোগিতামূলক করতে ও অংশগ্রহনমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে দেশকে সহায়তা করবে।

সংস্কারকাজ কৌশলপত্রের উদ্দেশ্য

স্বল্প মেয়াদে

- মূল্যায়ন সমাপ্ত করা
- সংস্কারকাজ আরম্ভ করা
- আরসিসিকে কার্যকর করা
- শ্রম পরিদর্শন ব্যবস্থার সংস্কার অব্যাহত রাখা
- ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত মানদণ্ডগুলো সামঞ্জস্যপূর্ণ করা
- বেসরকারি খাতের সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময় সমাপ্ত করা

মধ্য মেয়াদে

- সংস্কারকাজ সমাপ্ত করা
- নিবন্ধন এবং লাইসেন্সিং এর জন্য একটি সমন্বিত সিঙ্গেল উইন্ডো ব্যবস্থা চালু করা
- কারখানার নিরাপত্তার জন্য মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করা
- নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর সংস্কার (আইনগত এবং প্রশাসনিক)

দীর্ঘ মেয়াদে

- কারখানার নিরাপত্তার জন্য আধুনিক লাইসেন্সিং ও অনুমোদন প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা করা
- স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা কার্যকর করা।
- নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর সংস্কার সম্পূর্ণভাবে কার্যকর করা
- অভ্যন্তরীণ তৈরি পোশাকখাত এবং অন্যান্য শিল্পখাতে সংস্কারকাজ সম্প্রসারণ করা

আরো তথ্যের জন্য: http://rcc.dife.gov.bd

Canada

Kingdom of the Netherlands

UKaid
from the British people